

290143 - তাওহীদরে বাণীর শর্তগুলো জানা কি ফরয?

প্রশ্ন

লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহ্-এর শর্তগুলো জানা কি প্রত্যেকে মুসলমিরে উপর ফরয? না জানলে কি ব্যক্তি কাফরে হয়ে যাবে?

প্রিয় উত্তর

আলহামদু লিল্লাহ।

তাওহীদরে বাণী এর ধারককে আখরিতে উপকৃত করবে, সে ব্যক্তি জান্নাতবাসী হবে, জাহান্নাম থেকে মুক্তি পাবে; যদি সে এই বাণীর অর্থ জানে ও সে মতোভাবে আমল করে— এটি ইসলামী শরিয়ার সুবাদতি ও স্থরীকৃত বিষয়।

শাইখ সুলাইমান বনি আব্দুল্লাহ্ বনি মুহাম্মদ বনি আব্দুল ওয়াহাব (রহঃ) বলেন:

“উবাদা বনি ছামতে (রাঃ) থেকে বর্ণিত তিনি বলেন, রাসূলুল্লাহ্ সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম বলছেন: “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দাবে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে; তাঁর কোন শরীক নহে এবং মুহাম্মদ তাঁর বান্দা ও রাসূল; ঈসা আল্লাহর বান্দা, তাঁর রাসূল ও তাঁর বাণী; যা তিনি মারিয়ামের প্রতিনিধিত্বে করছেন এবং তাঁর পক্ষ থেকে বৃহৎ এবং জান্নাত সত্য ও জাহান্নাম সত্য— আল্লাহ্ তাকে জান্নাতে প্রবেশে করাবেন; তার আমল যমেনই হোক না কেন।

হাদিসের উক্তি: “যে ব্যক্তি সাক্ষ্য দাবে যে, এক আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে” অর্থাৎ যে ব্যক্তি এই বাণীর অর্থ জানে ও এর দাবী মতোভাবে প্রকাশ্যে ও গোপনে কর্ম করার উদ্দেশ্য নিয়ে এই বাণী উচ্চারণ করবে; যমেনটি নিরীদশে করছে আল্লাহ্ তাআলার বাণী: **فَاعْلَمْ أَنَّهُ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ** (অতএব জানে ননি, আল্লাহ্ ছাড়া সত্য কোন উপাস্য নহে)। এবং তাঁর বাণী: **إِلَّا مَنْ شَهِدَ بِالْحَقِّ وَهُمْ يَعْلَمُونَ** (তবে যারা জানে সত্য সাক্ষ্য দিয়ে তাদের কথা আলাদা)। তবে এর অর্থ না জানে ও দাবী মতোভাবে আমল না করে এই বাণী মুখে উচ্চারণ করলে আলমেদের ইজমার ভিত্তিতে এটি কোন উপকারে দাবে না।”[তাইসরিল আযযিলি হামদি (পৃষ্ঠা-৫১)]

তবে প্রত্যেকে মুসলমিরে উপর এই বাণীর অর্থ ও দাবী এজমালভাবে (সামগ্রিকভাবে) জানা ফরয। এটিই যথেষ্ট। নবী সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম থেকে এমনটি জানা যায় না যে, তিনি প্রত্যেকে নও মুসলমিরে জন্য এই শর্তগুলো কতিবপুস্তকে যতোভাবে বিস্তারিতভাবে সেইভাবে ব্যাখ্যা করতেন।

শাইখুল ইসলাম ইবনে তাইমিয়া (রহঃ) বলেন:



“কোন সন্দেহে নাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সটোর প্রতি সাধারণ ও এজমালভাবে (সামগ্রিকভাবে) ঈমান আনা প্রতিব্যকে ব্যক্তির উপর ফরয। এতেও কোন সন্দেহে নাই যে, রাসূল সাল্লাল্লাহু আলাইহি ওয়া সাল্লাম যা নিয়ে এসেছেন সটো পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে জানা ফরযে কফিয়া। কেননা তা আল্লাহ তার রাসূলকে যা দিয়ে প্রেরণ করছেন সটো পটৌছিয়ে দেয়ার মধ্যে পড়ে। কুরআন তাদাব্বুর (অনুধাবন), অনুধ্যান, বুঝা, কতিব ও হকিমতের জ্ঞান, যাকিরি মুখস্তকরণ, কল্যাণের দিকে আহ্বান, সংকাজরে আদর্শে ও অসৎকাজরে নষিধে, হকেমত-ওয়ায-উত্তম পন্থায় তরকরে মাধ্যমে প্রভুর দিকে ডাকা ইত্যাদি যা আল্লাহ উম্মাহর উপরে ফরয করছেন সটোর মধ্যে অন্তর্ভুক্ত। সুতরাং এটি তাদের উপর ফরযে কফিয়া।” [দারউ তাআরুযলি আকলি ওয়াল নাকল (১/৫১)]

এই শর্তগুলো মুখস্ত করা প্রতিব্যকে মুসলিমের উপর ফরয নয় এবং এগুলো না-জানা তার ঈমানকে ত্রুটিযুক্ত করবে না। বরং হু নরিদশে হচ্ছে এই শর্তগুলো মতোব্যকে আমল করা এবং ঈমানকে শুদ্ধ করা।

একজন মুসলিম তনি সাধারণ মানুষ হলেও এই মতোব্যকে আমল করেন; যখন থেকে তনি স্বীয় অন্তরে উপর আল্লাহ ও তাঁর রাসূলের ভালোবাসাকে, তাঁদের আনুগত্য করার ভালোবাসাকে, শরয়ি দলিলগুলোর প্রতি সম্মানপ্রদর্শনকে এবং যা কিছু সংবাদ তার কাছে পটৌছিয়ে সাধ্যানুযায়ী সগুলোর উপর আমল করাকে আবশ্যিক করে নিয়েছেন।

শাইখ হাফযে আল-হাকামী (রহঃ) বলেন:

“লা-ইলাহা ইল্লাল্লাহু কেবল মটৌখিকভাবে বলার দ্বারা ব্যক্তি উপকৃত হবে না; যতক্ষণ না এই সাতটি শর্ত পূর্ণ না করে। শর্তগুলো পূর্ণ করার অর্থ হলো: বান্দার মধ্যে এগুলো পাওয়া যাওয়া এবং বান্দা এগুলোর উপর অটল থাকা; এগুলোর সাথে সাংঘর্ষিক কিছু ব্যতিরেকে।

এর উদ্দেশ্য এটা নয় যে, গুণে গুণে এ শর্তগুলোর শব্দাবলী মুখস্ত করা। কত সাধারণ মানুষের মাঝে এ শর্তগুলো পাওয়া যায় এবং এগুলো তনি পূর্ণ করেন; কিন্তু তাকে যদি বিলা হয়: শর্তগুলো বলেন তে; বলতে পারবেন না।

আবার এ শর্তগুলোর শব্দাবলী মুখস্তকারী কত হাফযে রয়েছে; কিন্তু সে এ শর্তগুলোর মধ্যে তীরের মত ছুটাছুটি করে। আপনি দেখবেন যে, সে এমন অনেকে কিছুতে লিপ্ত হয় যা এই শর্তাবলীর সাথে সাংঘর্ষিক। তাওফিকি আল্লাহর হাতে এবং আল্লাহই সহায়।” [মাআ’রজিল কাবুল (২/৪১৮) থেকে সমাপ্ত]

শাইখ আব্দুল আযযি বনি বায (রহঃ) বলেন:

“সকল মুসলিমের উপর ফরয হলো: এই কালমি বাস্তবায়ন করা; এর শর্তগুলো রক্ষা করার মাধ্যমে। যখনই কোন মুসলিমের মাঝে এই শর্তগুলোর মর্ম পাওয়া যাবে এবং এর উপর অবচিলতা পাওয়া যাবে তখনই সে মুসলিম; যার রক্ত ও সম্পদ হারাম; এমনকি সে যদি এই শর্তগুলো বিস্তারিতভাবে না জানে থাকে তবুও। কেননা উদ্দেশ্য হচ্ছে সত্যকে জানা এবং সে অনুযায়ী



আমল করা। যদিও কোন মুমনি শর্তগুলোর বিস্তারিত বিবরণ না জানে।”[মাজমুউ ফাতাওয়াস শাইখ বনি বায (৭/৫৮)]

তবে এই শর্তগুলো জানা ফরযে কফিয়া। মুসলমি উম্মাহর মধ্যে এমন কটে থাকা আবশ্যিক যিনি এই শর্তগুলো জানবেন এবং মানুষকে শিক্ষা দাবনে। এটি আল্লাহ্ য়ে দ্বীন প্রচারে দায়িত্ব দিয়ে তাঁর রাসূলকে পাঠিয়েছেন সেই দ্বীন প্রচারে অন্তর্ভুক্ত; যমেনটি শাইখুল ইসলামে পূর্বোক্ত উক্তিতে এসছে।

শাইখুল ইসলাম আরও বলেন:

“পক্ষান্তরে, মুসলমানদের ব্যক্তি বিশেষের উপর যা জানা ফরয সটো ব্যক্তির সক্ষমতা, প্রয়োজন, জ্ঞান ও ব্যক্তি হিসেবে তার উপর যা জানা ফরয সটোর অনুপাতে ভিন্ন ভিন্ন হবে। য়ে ব্যক্তি কোন ইলম অর্জন করতে অক্ষম বা কোন সূক্ষ্ম ইলম বুঝতে অক্ষম তার উপরে সটো ফরয নয়; যা সক্ষম ব্যক্তির উপর ফরয। য়ে ব্যক্তি দলিলগুলো শুনছে ও বুঝছে তার উপর তফসলি ইলমের এমন কিছু অর্জন করা ফরয; যা য়ে ব্যক্তি দলিলগুলো শুনেনি তার উপরে ফরয নয়। মুফতি, মুহাদ্দসি ও তর্কবিদের উপর এমন কিছু ফরয যা য়ারা এই শ্রণীর নয় তাদের উপর ফরয নয়।”[দারউ তাআরুদুল আকল ওয়াল নাকল (১/৫১) থেকে সমাপ্ত]

আল্লাহ্ই সর্বজ্ঞঃ।